বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ সার্কিট

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডংসহ শত শত সুউচ্চ পাহাড় ঘেরা বান্দরবান পার্বত্য জেলা। এখানে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পাহাড়রাজি, ঝর্ণা, বন ও ১১ টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আদিম জীবনধারা যার বিকল্প দেশের অন্য কোন অংশে পাওয়া যাবেনা। বান্দরবানের উল্লেখযোগ্য কিছু পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে তাজিংডং, কেওক্রাডং, বগালেক, রিজুক ঝর্ণা, চিম্বুক, শৈল প্রপাত, বন প্রপাত, প্রান্তিক লেক, নাফাখুম, স্বর্ণ মন্দির, নীলাচল, নীলগিরি, নীল দিগন্ত, মিরিঞ্জা, উপবন লেক, বড় পাথর, রেমাক্রী ইত্যাদি। পর্যটনকে কেন্দ্র করে এ জেলার মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এখন জেলা সদর থেকে প্রত্যেক উপজেলায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যাতায়াত করা যায়। এখন প্রান্তি জনগোষ্ঠী তাদের শস্যের সঠিক দাম পাচ্ছে।

ভ্রমণচিত্র (পর্যটকদের জন্য) পরিবহন ফ্লোচার্ট

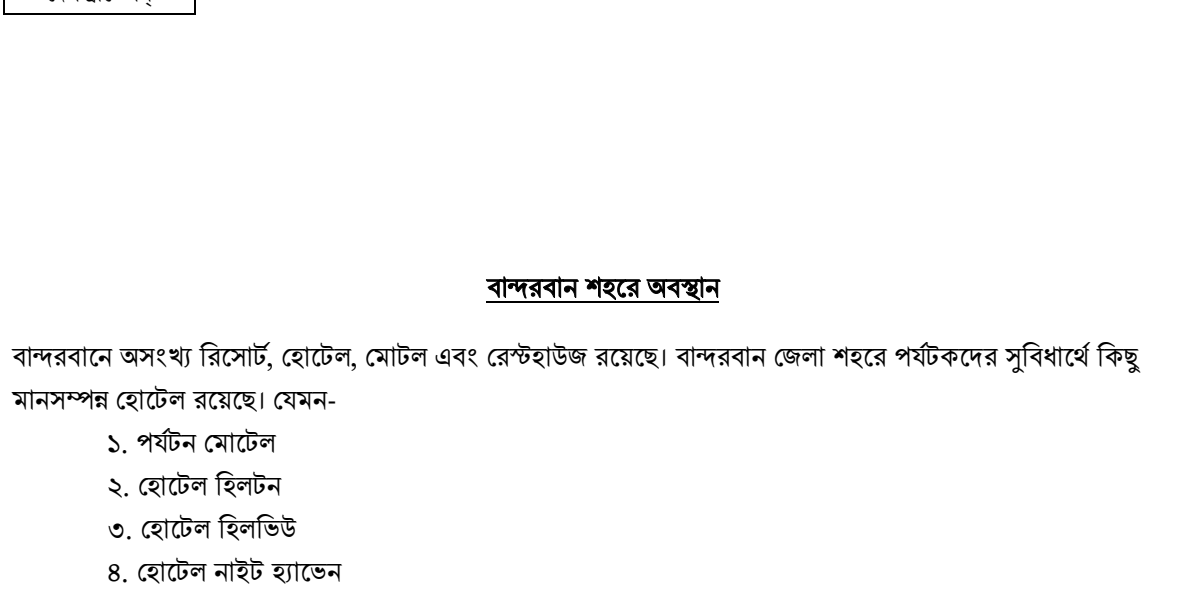

বান্দরবান শহরে অবস্থান

বান্দরবানে অসংখ্য রিসোর্ট, হোটেল, মোটল এবং রেস্টহাউজ রয়েছে। বান্দরবান জেলা শহরে পর্যটকদের সুবিধার্থে কিছু মানসম্পন্ন হোটেল রয়েছে। যেমন-

১. পর্যটন মোটেল
২. হোটেল হিলটন
৩. হোটেল হিলভিউ
৪. হোটেল নাইট হ্যাভেন
৫. সরকারী রেস্ট হাউজ ইত্যাদি

সার্কিট- ০১

যারা ০২ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ১ম দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

বান্দরবান

নীল দিগন্ত

- অবস্থানঃ বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি দুরে বান্দরবান-থানচি সড়কের জীবন নগর এলাকায় অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণঃ এ পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে আধুনিক নির্মাণ শৈলী ও কারুকার্যে নির্মিত স্থাপনা, ভিউ পয়েন্ট এবং পিকনিক স্পট। নীল দিগন্ত থেকে পুরো থানচিসহ প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের উচুঁ পাহাড় পর্বত গুলো সহজেই অবলোকন করা যায়। বর্ষায় মেঘের লুকোচুরি খেলা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- যাতায়াতঃ বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।

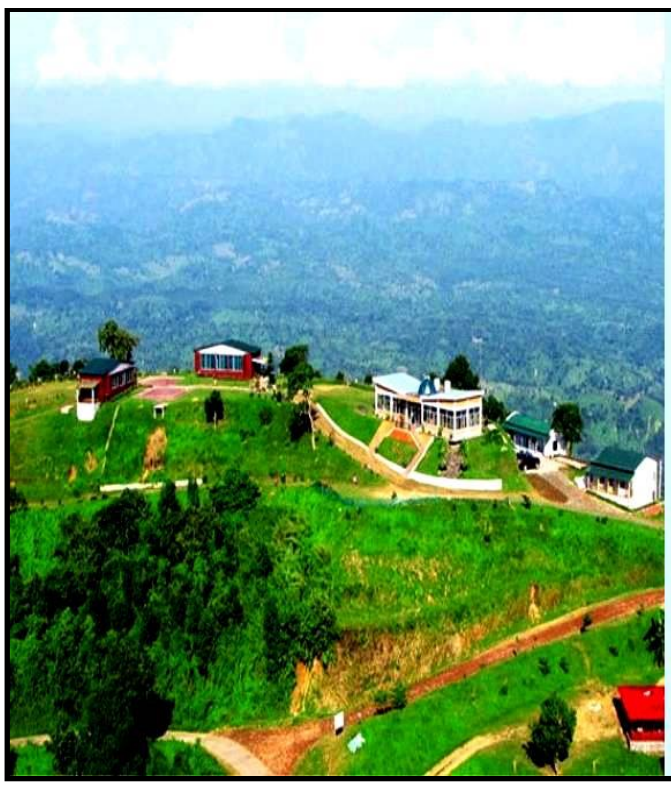

নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র

- অবস্থানঃ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কিমি দক্ষিণ পূর্ব দিকে বান্দরবান-থানছি সড়কের পাশে সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ২২০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ সকাল বেলার সূর্যোদয়, সাঙ্গু নদীর আকাঁবাকাঁ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, এই রোদ, এই বৃষ্টি, বাতাসের সাথে ছন্দ আর তাল মিলিয়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে উন্নত কটেজ এবং খাবার জন্যে উন্নত মানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
- পরিলানায়ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

চিম্বুক পাহাড়

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-থানচি সড়কের পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৬০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ নীচু পাহাড়ের ঢেউ খেলানো নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহমান সাঙ্গু নদী, মেঘমুক্ত আকাশে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও উন্নত মানের খাবার রেস্তোরা রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

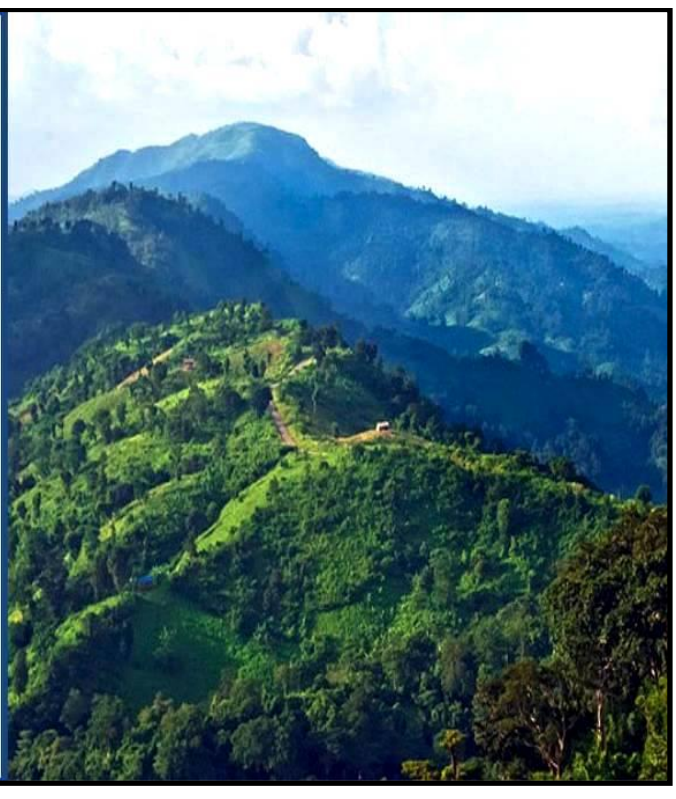

সাইরু হিল রিসোর্ট/নোঙ্গর রেস্টুরেন্ট (মধ্যাহ্ন ভোজ)

শৈলপ্রপাত

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-রুমা সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ ঝর্ণার হিমশীতল স্বচ্ছ পানি, পাথুরে পাহাড়ি মাটি, সবুজ প্রকৃতি, পাহাড়ি ঝিরি, বম জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও তাদের তৈরি বিভিন্ন উপজাতীয় পণ্য।
- যাতায়াতঃ চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।
- ভালো খাবারের দোকান আছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

বান্দরবান শহরে অবস্থান

যারা ০২ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ২য় দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

বান্দরবান

প্রান্তিক লেক

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে হলুদিয়ার নিকটবর্তী স্থানে। যানযোগে কেরাণীহাট থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দুরত্বে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ পাহাড়ের মাঝে প্রায় ২৫ একরের অপূর্ব সুন্দর এক লেক, লেকের বুকে নৌকা ভ্রমন, মাছ ধরার ব্যবস্থা, শান্ত সুনীবিড় সবুজ প্রকৃতি, মাটির মঞ্চ, পিকনিক স্পট, একটি উঁচু গোল ঘর।
- যাতায়াতঃ বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।
- খাবার দোকান ও একটি রেস্টহাউজ, রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

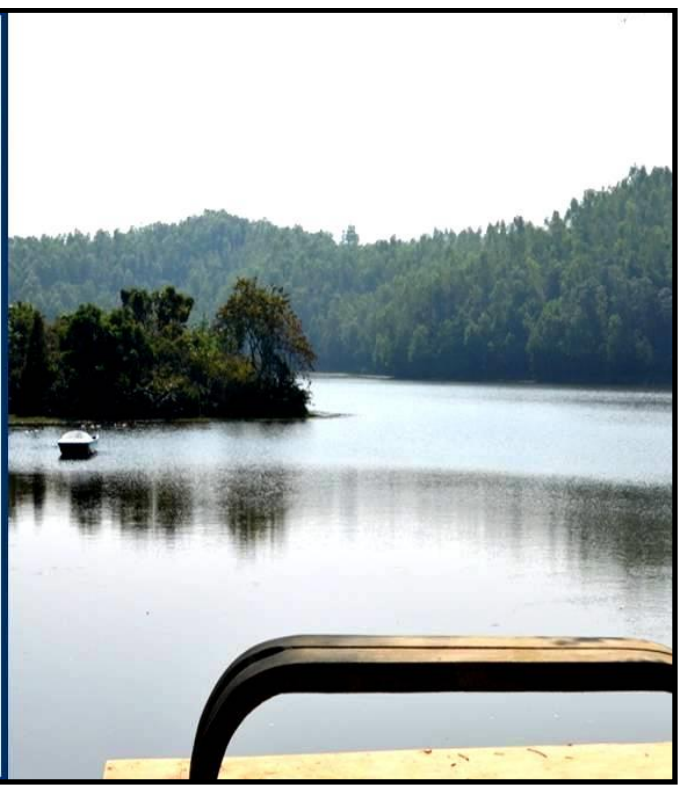

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কি.মি দূরে বান্দরবান-কেরানীহাট সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, সাফারি পার্ক, প্যাডেল বোট, ক্যাবল কার, উন্মুক্ত মঞ্চ, চা বাগান ও ফলদ উদ্যান, সবুজ প্রকৃতি, লেকের স্বচ্ছ পানি, আকাশে মেঘের গর্জন সেই সাথে রংধনুর হাসিমাখা আলোক রশ্মি।
- যাতায়াত : বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ী ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও খাবার দোকান রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

মধ্যাহ্ন ভোজ (ক্যাফে মেঘলা / হলিডে ইন রিসোর্ট)

রেস্ট হাউজে অবস্থান

⇩

বিকাল

⇩

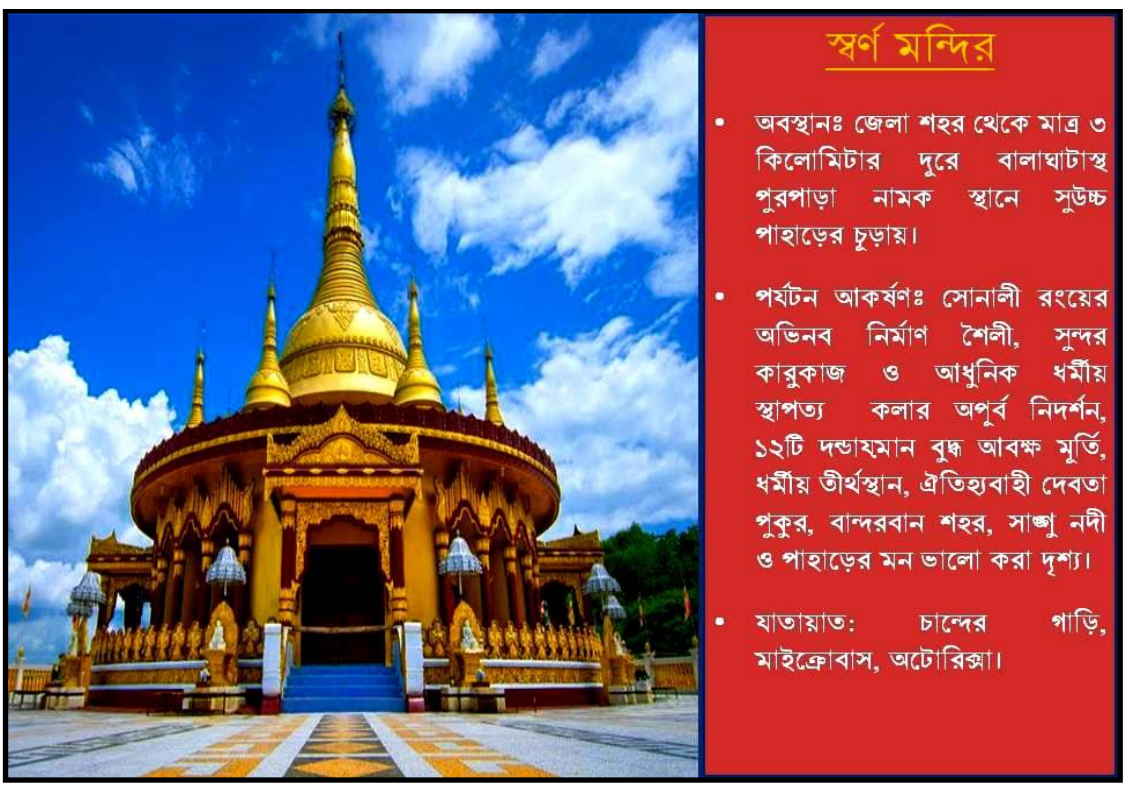

⇩

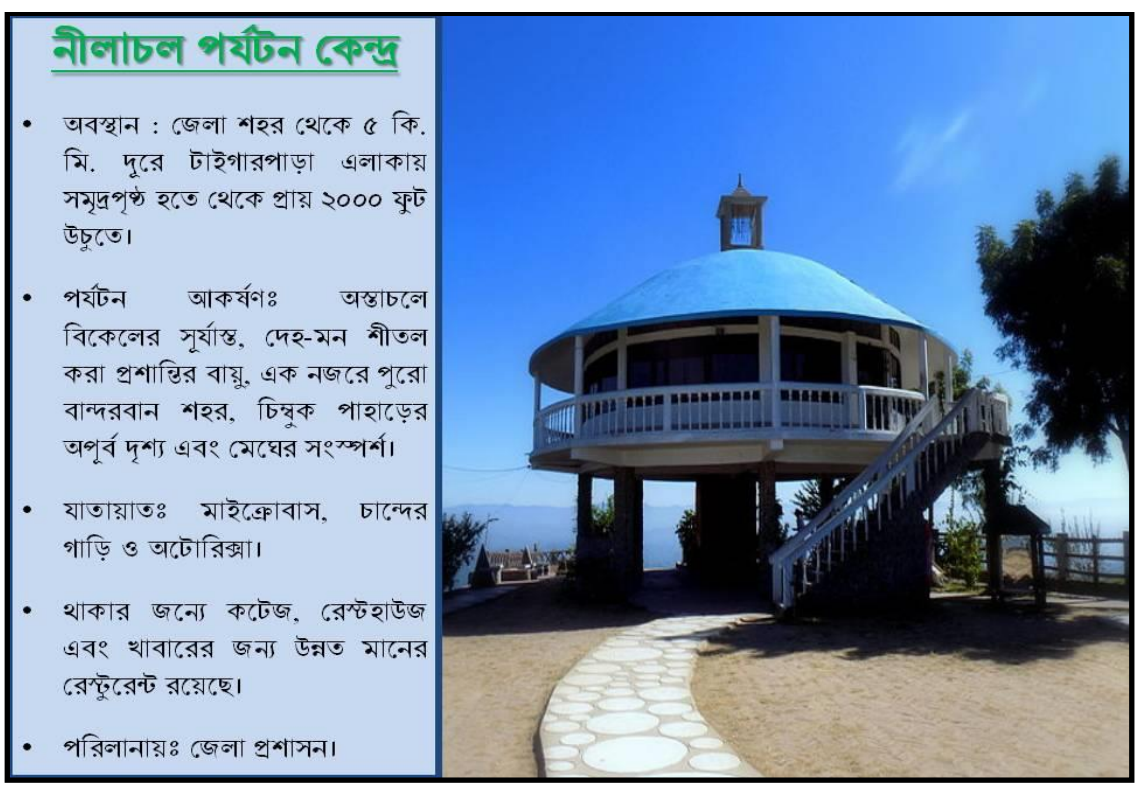

⇩

রেস্ট হাউজে অবস্থান

⇩

৩য় দিন (গন্তব্যে ফেরত)

সার্কিট- ০২

যারা ০২ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ১ম দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

বান্দরবান

⇩

রুমা

⇩

বগালেক

- অবস্থানঃ বান্দরবান জেলা হতে ৭০ কিলোমিটার দূরে রুমা উপজেলার কেওকারাডং পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ১৭০০ ফুট উপরে পাহাড়ের চূড়ায় ১৫ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণঃ অত্যাশ্চার্য গঠন শৈলী, দুর্গম পথ পাড়ি পথ, তিনদিকে পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত ১৫০ ফুট গভীর জলরাশি, প্রতি বেলায় লেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, বগাছড়া ঝর্ণা।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, প্রাইভেট কার।

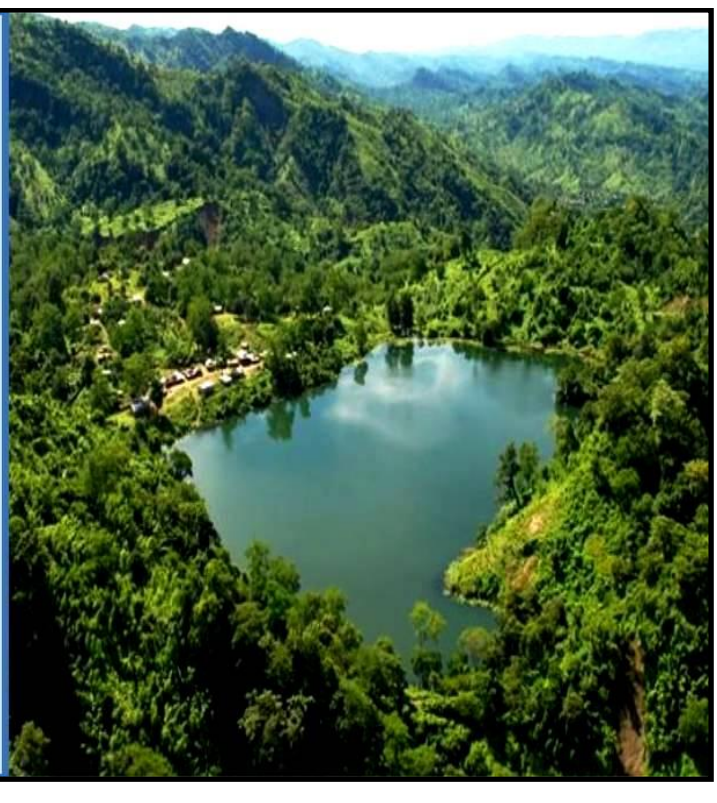

⇩

কেওক্রাডং

- অবস্থানঃ বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি দুরে বান্দরবান-থানচি সড়কের জীবন নগর এলাকায় অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণঃ পাহাড়ের চূড়ায় গড়ে উঠা এ পর্যটন কেন্দ্র থেকে সারি সারি সবুজ পাহাড়ের সাথে সাদা মেঘের লুকোচুরি উপভোগ করা যায়। এখান থেকে তাজিংডং ও কেওক্রাডং পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।
- যাতায়াতঃ বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।

⇩

রুমায় অবস্থান

যারা ০২ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ২য় দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

রুমা

⇩

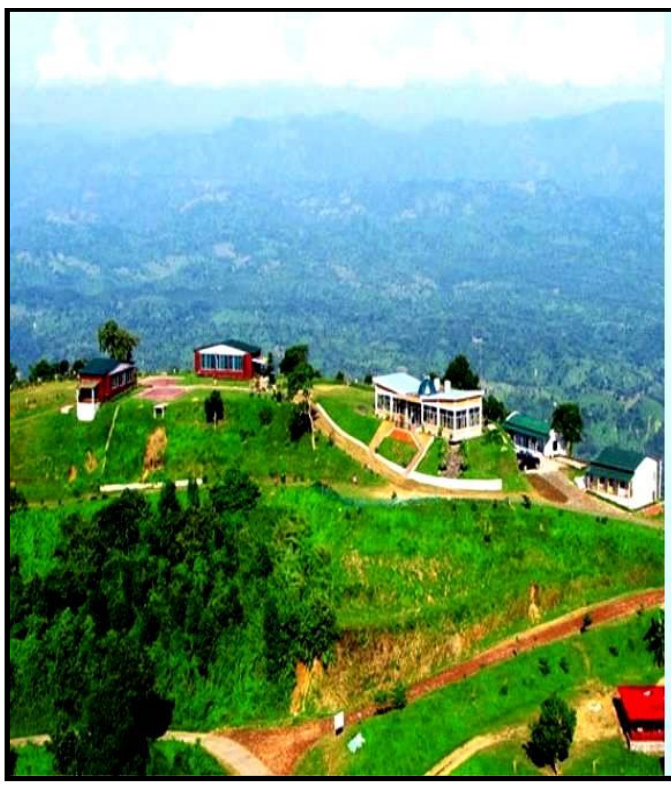

নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র

- অবস্থানঃ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কিমি দক্ষিণ পূর্ব দিকে বান্দরবান-থানছি সড়কের পাশে সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ২২০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ সকাল বেলার সুর্যোদয়, সাঙ্গু নদীর আকাঁবাকাঁ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, এই রোদ, এই বৃষ্টি, বাতাসের সাথে ছন্দ আর তাল মিলিয়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে উন্নত কটেজ এবং খাবার জন্যে উন্নত মানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
- পরিলানায়ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

চিম্বুক পাহাড়

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-থানচি সড়কের পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৬০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ নীচু পাহাড়ের ঢেউ খেলানো নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহমান সাঙ্গু নদী, মেঘমুক্ত আকাশে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও উন্নত মানের খাবার রেস্তোরা রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

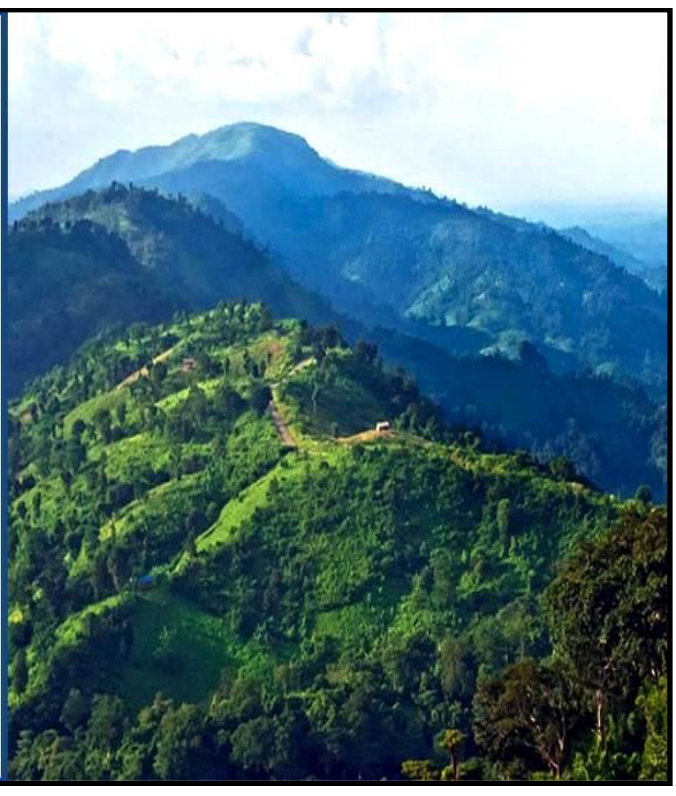

সাইরু হিল রিসোর্ট/নোঙ্গার রেস্টুরেন্ট (মধ্যাহ্ন ভোজ)

বিকাল

শৈলপ্রপাত

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-রুমা সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ ঝর্ণার হিমশীতল স্বচ্ছ পানি, পাথুরে পাহাড়ি মাটি, সবুজ প্রকৃতি, পাহাড়ি ঝিরি, বম জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও তাদের তৈরি বিভিন্ন উপজাতীয় পণ্য।
- যাতায়াতঃ চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।
- ভালো খাবারের দোকান আছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

স্বর্ণ মন্দির

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দুরে বালাঘাটাস্থ পুরপাড়া নামক স্থানে সুউচ্চ পাহাড়ের চুড়ায়।
- পর্যটন আকর্ষণঃ সোনালী রংয়ের অভিনব নির্মাণ শৈলী, সুন্দর কারুকাজ ও আধুনিক ধর্মীয় স্থাপত্য কলার অপূর্ব নিদর্শন, ১২টি দন্ডায়মান বুদ্ধ আবক্ষ মূর্তি, ধর্মীয় তীর্থস্থান, ঐতিহ্যবাহী দেবতা পুকুর, বান্দরবান শহর, সাঙ্গু নদী ও পাহাড়ের মন ভালো করা দৃশ্য।
- যাতায়াত: চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কি.মি দুরে বান্দরবান-কেরানীহাট সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, সাফারি পার্ক, প্যাডেল বোট, ক্যাবল কার, উন্মুক্ত মঞ্চ, চা বাগান ও ফলদ উদ্যান, সবুজ প্রকৃতি, লেকের স্বচ্ছ পানি, আকাশে মেঘের গর্জন সেই সাথে রংধনুর হাসিমাখা আলোক রশ্মি।
- যাতায়াত : বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ী ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও খাবার দোকান রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

নীলাচল পর্যটন কেন্দ্র

- অবস্থান : জেলা শহর থেকে ৫ কি. মি. দুরে টাইগারপাড়া এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে থেকে প্রায় ২০০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ অস্তাচলে বিকেলের সূর্যাস্ত, দেহ-মন শীতল করা প্রশান্তির বায়ু, এক নজরে পুরো বান্দরবান শহর, চিম্বুক পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য এবং মেঘের সংস্পর্শ।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ, রেস্টহাউজ এবং খাবারের জন্য উন্নত মানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
- পরিলানায়ঃ জেলা প্রশাসন।

৩য় দিন
(গন্তব্যে ফেরত)

সার্কিট- ০৩

যারা ০৩ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ১ম দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

বান্দরবান

⇩

থানচি

⇩

নাফাখুম

- অবস্থান: বান্দরবান জেলার থানছি উপজেলার রেমাক্রি স্থানটি সাঙ্গু নদীর উজানে একটি মারমা বসতী। মারমা ভাষায় 'খুম' মানে হচ্ছে জলপ্রপাত। রেমাক্রি থেকে তিন ঘন্টার হাঁটা পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয় আশ্চর্য সুন্দর সেই জলপ্রপাতে, যার নাম 'নাফাখুম'। বান্দরবান শহর থেকে দুরত্ব ১২৫ কিঃমিঃ।
- পর্যটন আকর্ষণ: রেমাক্রি খালের পানি প্রবাহ এ নাফাখুমে এসে বাঁক খেয়ে নেমে গেছে প্রায় ২৫-৩০ ফুট। প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার এক জলপ্রপাত! সূর্যের আলোয় যেখানে নিত্য খেলা করে বর্ণিল রংধনু!
- যাতায়াত : চান্দের গাড়ি, নৌকা ও পায়ে হেঁটে।

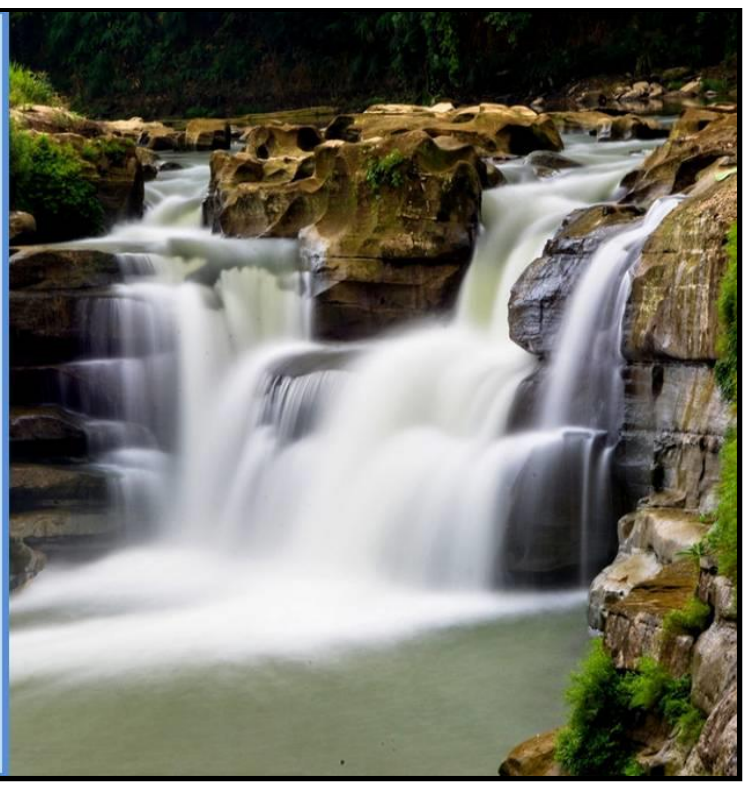

⇩

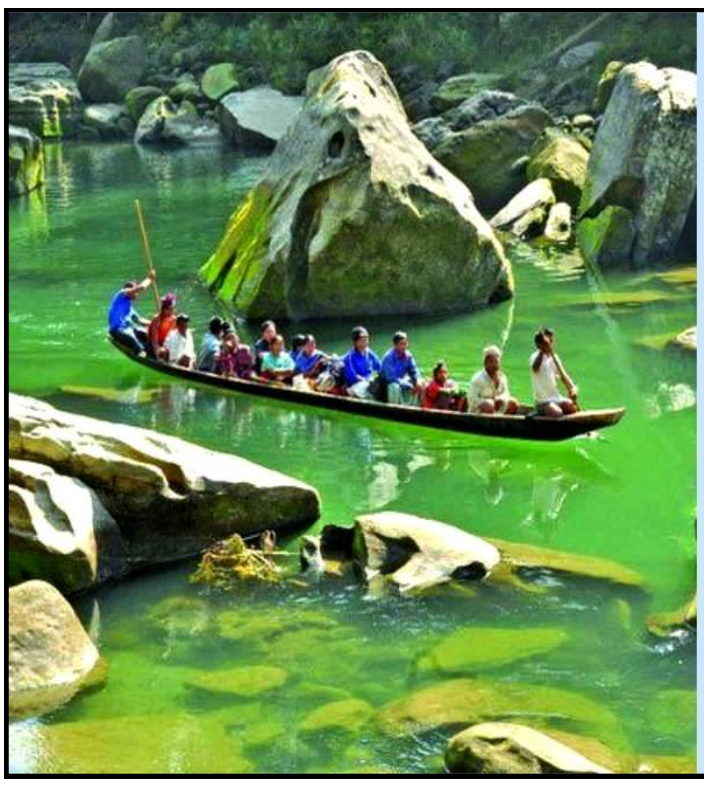

তিন্দু - রেমাক্রি বড় পাথর

- অবস্থান: বান্দরবান শহর থেকে তিন্দু বড় পাথরের দুরত্ব ১০০ কি. মি। তিন্দু-রেমাক্রি বান্দরবানের থানচি উপজেলার একটি ইউনিয়ন।
- পর্যটন আকর্ষণ: সাঙ্গু নদীর তলদেশে পাথরের রাজ্য, বিশাল আকৃতির বড় বড় পাথরের মিলনক্ষেত্র, ভয়ংকর খরস্রোতা বাঁক, সৃষ্টির রহস্যের বড় পাথর, রাজার পাথর, আকাশ-কুয়াশা-মেঘ-নদী-পাথর-পাহাড়-ঝর্ণা-বন-নীল সবুজ পানি, মাতৃতান্ত্রিক মারমা ও মুরংদের আবাসস্থল।
- যাতায়াত: চান্দের গাড়ি, নৌকা, পায়ে হেটে।

⇩

থানচিতে অবস্থান

সার্কিট- ০৩

যারা ০৩ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ২য় দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

থানচি

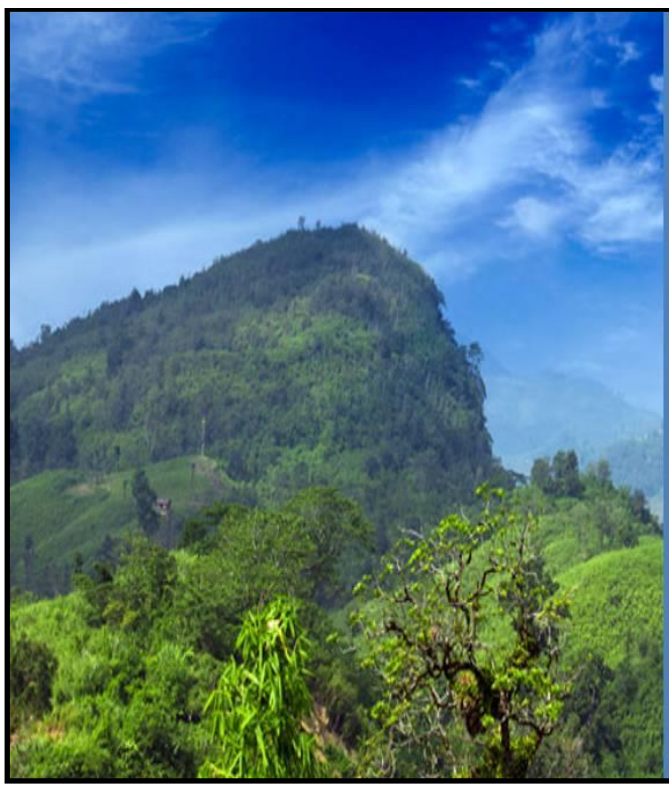

ডিম পাহাড়

- অবস্থান : সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০০০ ফিট উঁচুতে ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-আলীকদম সড়কের মাঝপথে ডিম পাহাড় এলাকাটি অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণ : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সড়ক, সাঙ্গু নদীর তীর ঘেঁষে পিচঢালাই আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি পথ , ৩৩ কিলোমিটার সড়কপথ জুড়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, রকমারি ফুল-ফলে আচ্ছাদিত সবুজ গাছ-গাছালিত, সবুজ পাহাড়ের দিগন্ত বিস্তৃত সারি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছোট-ছোট পাড়া, গ্রামগুলোর বৈচিত্র্যময় মানুষের জীবনধারা ও পথচলা।
- যাতায়াত : চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।

নীল দিগন্ত

- অবস্থানঃ বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি দুরে বান্দরবান-থানচি সড়কের জীবন নগর এলাকায় অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণঃ এ পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে আধুনিক নির্মাণ শৈলী ও কারুকার্যে নির্মিত স্থাপনা, ভিউ পয়েন্ট এবং পিকনিক স্পট। নীল দিগন্ত থেকে পুরো থানচিসহ প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের উচুঁ পাহাড় পর্বত গুলো সহজেই অবলোকন করা যায়। বর্ষায় মেঘের লুকোচুরি খেলা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- যাতায়াতঃ বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।

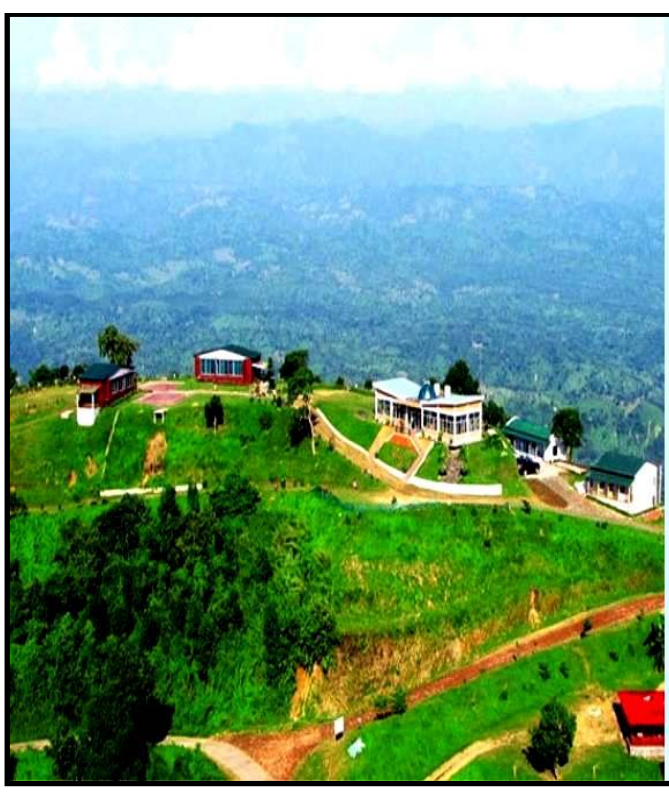

নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র

- অবস্থানঃ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কিমি দক্ষিণ পূর্ব দিকে বান্দরবান-থানছি সড়কের পাশে সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ২২০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ সকাল বেলার সুর্যোদয়, সাঙ্গু নদীর আকাঁবাকাঁ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, এই রোদ, এই বৃষ্টি, বাতাসের সাথে ছন্দ আর তাল মিলিয়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে উন্নত কটেজ এবং খাবার জন্যে উন্নত মানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
- পরিলানায়ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

চিম্বুক পাহাড়

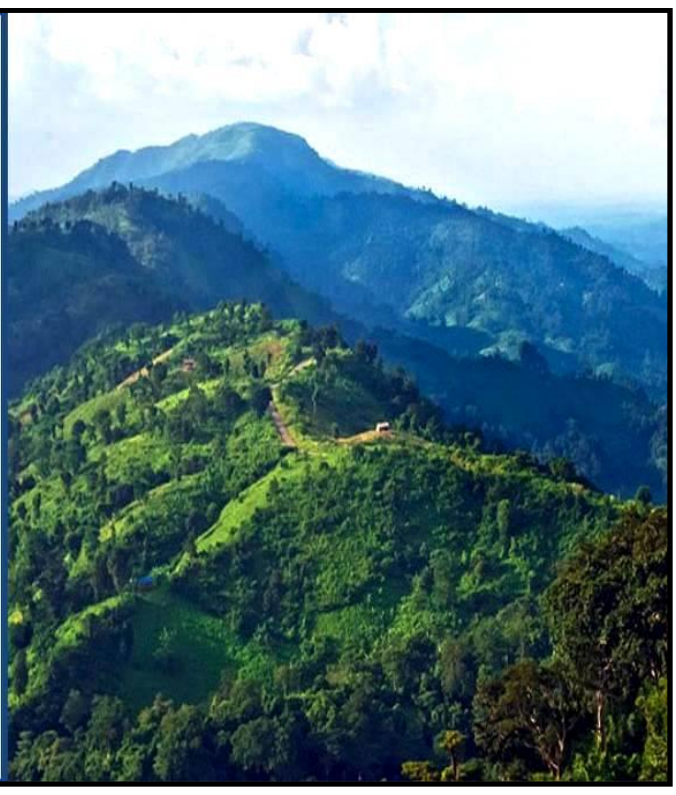

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-থানচি সড়কের পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৬০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ নীচু পাহাড়ের ঢেউ খেলানো নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহমান সাঙ্গু নদী, মেঘমুক্ত আকাশে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও উন্নত মানের খাবার রেস্তোরা রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

সাইরু হিল রিসোর্ট/নোঙ্গার রেস্টুরেন্ট (মধ্যাহ্ন ভোজ)

বিকাল

শৈলপ্রপাত

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান সদর-রুমা সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ ঝর্ণার হিমশীতল স্বচ্ছ পানি, পাথুরে পাহাড়ি মাটি, সবুজ প্রকৃতি, পাহাড়ি ঝিরি, বম জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও তাদের তৈরি বিভিন্ন উপজাতীয় পণ্য।
- যাতায়াতঃ চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।
- ভালো খাবারের দোকান আছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

বান্দরবান শহরে অবস্থান

সার্কিট- ০৩

যারা ০৩ দিন অবস্থান করবেন তাদের জন্য ৩য় দিনের সম্ভাব্য ভ্রমণসূচী

বান্দরবান

রামজাদি মন্দির

- অবস্থানঃ বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ০৫ কি.মি দুরে বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়কের হদাবাবুর ঘোনায় পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।
- পর্যটন আকর্ষণঃ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত রামজাদি বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য কলার একটি অপূর্ব নিদর্শন, এর উচ্চতা প্রায় ১৩০ ফুট। এটি দেশের অন্যতম উচু মন্দির। বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরা এখানে এসে থাকেন। এর চারপাশের সবুজ প্রকৃতি খুবই মনোমুগ্ধকর।
- যাতায়াতঃ বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি, অটোরিক্সা।

স্বর্ণ মন্দির

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দুরে বালাঘাটাস্থ পুরপাড়া নামক স্থানে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায়।
- পর্যটন আকর্ষণঃ সোনালী রংয়ের অভিনব নির্মাণ শৈলী, সুন্দর কারুকাজ ও আধুনিক ধর্মীয় স্থাপত্য কলার অপূর্ব নিদর্শন, ১২টি দন্ডায়মান বুদ্ধ আবক্ষ মূর্তি, ধর্মীয় তীর্থস্থান, ঐতিহ্যবাহী দেবতা পুকুর, বান্দরবান শহর, সাঙ্গু নদী ও পাহাড়ের মন ভালো করা দৃশ্য।
- যাতায়াত: চান্দের গাড়ি, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা।

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স

- অবস্থানঃ জেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কি.মি দূরে বান্দরবান-কেরানীহাট সড়কের পাশে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, সাফারি পার্ক, প্যাডেল বোট, ক্যাবল কার, উন্মুক্ত মঞ্চ, চা বাগান ও ফলদ উদ্যান, সবুজ প্রকৃতি, লেকের স্বচ্ছ পানি, আকাশে মেঘের গর্জন সেই সাথে রংধনুর হাসিমাখা আলোক রশ্মি।
- যাতায়াত : বাস, মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ী ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ ও খাবার দোকান রয়েছে।
- পরিচালনায়ঃ জেলা প্রশাসন।

মধ্যাহ্ন ভোজ (ক্যাফে মেঘলা / হলিডে ইন রিসোর্ট)

বিকাল

নীলাচল পর্যটন কেন্দ্র

- অবস্থান : জেলা শহর থেকে ৫ কি. মি. দূরে টাইগারপাড়া এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে থেকে প্রায় ২০০০ ফুট উচুতে।
- পর্যটন আকর্ষণঃ অস্তাচলে বিকেলের সূর্যাস্ত, দেহ-মন শীতল করা প্রশান্তির বায়ু, এক নজরে পুরো বান্দরবান শহর, চিম্বুক পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য এবং মেঘের সংস্পর্শ।
- যাতায়াতঃ মাইক্রোবাস, চান্দের গাড়ি ও অটোরিক্সা।
- থাকার জন্যে কটেজ, রেস্টহাউজ এবং খাবারের জন্য উন্নত মানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
- পরিলানায়ঃ জেলা প্রশাসন।

বান্দরবান শহরে অবস্থান

(গন্তব্যে ফেরত)